সফর
ভ্রমণে আপনার দ্বীনি সহযোগী

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

সংকলনঃ মুহাম্মাদ তানভীর হোসেন
০১৭১১ ৫২২ ৫১০
tanveer.bd@icloud.com

সফর আরম্ভের পূর্বে পরিবারের সদস্যদের জন্য দু'আ

১

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

আস্‌তাউদি'উ কুমুল্লা হাল্লাযী লা তাদ্বী'উ ওয়াদা-ই'উহু

তোমাদেরকে সেই আল্ল-হ্‌র নিকট আমানত রেখে যাচ্ছি,
যার আমানত নষ্ট হবার নয়।
(ইবনু মাজাহঃ ২৮২৫, আহমাদঃ ৮৯৭৭, ৯২৩০)

সফরকারীর জন্য পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর দু'আ

২

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ

আস্‌তাউদি'উল্লা-হা দীনাকা ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খওয়া-তীমা 'আমালিকা।
যাওওয়াদাকাল্লাহুত্ তাক্বওয়া, ওয়াগফারা যান্‌বাকা,
ওয়া ইয়াস্‌সার লাকাল খইরা 'হাইসু মা কুন্‌তা।

(আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার সমাপ্তকর আমল সমূহকে আল্ল-হ্‌র যিম্মায় দিয়ে দিলাম।
আল্ল-হ্ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় প্রদান করুন এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করুন আর তুমি যেখানেই থাকো তোমার কল্যান লাভ সহজ করুন।

(তিরমিজীঃ ৩৪৪৩, ৩৪৪৪, আহমাদঃ ৪৫২৪)

বাড়ী হতে বাহির হওয়ার সময় - দু'আ

৩

First Step

আনাস ইবনু মালিক (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) বলেছেন,

"যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বাহির হওয়ার সময় বলেঃ

'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আলাল্ল-হি, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্';

তখন তাকে বলা হয়,

তুমি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছো,

রক্ষা পেয়েছো

ও নিরাপত্তা লাভ করেছো।

সুতরাং শাইত্বনরা তার থেকে দূর হয়ে যায়

এবং অন্য এক শাইত্বন বলে,

তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে"।

(আবূ দাউদঃ ৫০৯৫, তিরমিজীঃ ৩৪২৬)

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

বিস্‌মিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্ল-হি,

ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ্

আল্ল-হ্‌র নামে [বাহির হচ্ছি],

আল্ল-হ্‌র উপর নির্ভর (ভরসা) করলাম;

এবং আল্ল-হ্‌র ক্ষমতা ও শক্তি ব্যতীত

কারোই কোন ক্ষমতা ও শক্তি নাই।

FIRST STEP

বাড়ী হতে বাহির হওয়ার সময় - দু'আ-২

৪

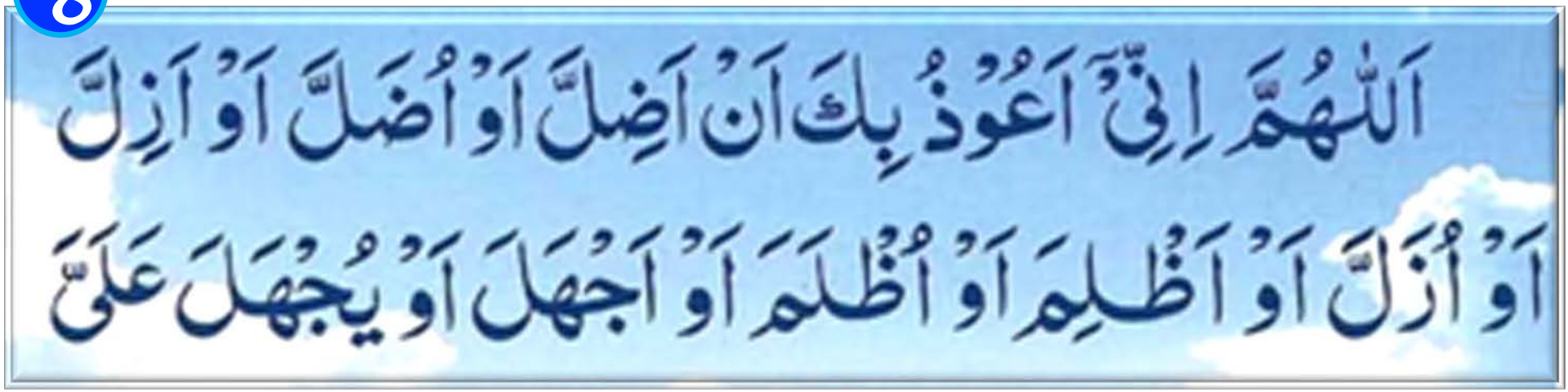

আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন আদিল্লা আও উদল্লা, আও আযিল্লা আও উযাল্লা,
আও আযলিমা আও উযলামা, আও আজহালা আও ইউজহালা 'আলাইয়া।

হে আল্ল-হ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রর্থনা করছি অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে অথবা কারো দ্বারা পথভ্রষ্ট হতে, অন্যকে পদস্খলন করতে বা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হতে, অন্যকে অত্যাচার করতে বা অন্যের দ্বারা অত্যাচারিত হতে এবং আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে বা অন্যের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে।

(তিরমিজীঃ ৩৪২৭, ইবনু মাজাহঃ ৩৮৮৪, আবূ দাউদঃ ৫০৯৪)

বাহনে স্থির হয়ে বসার পর দু'আ

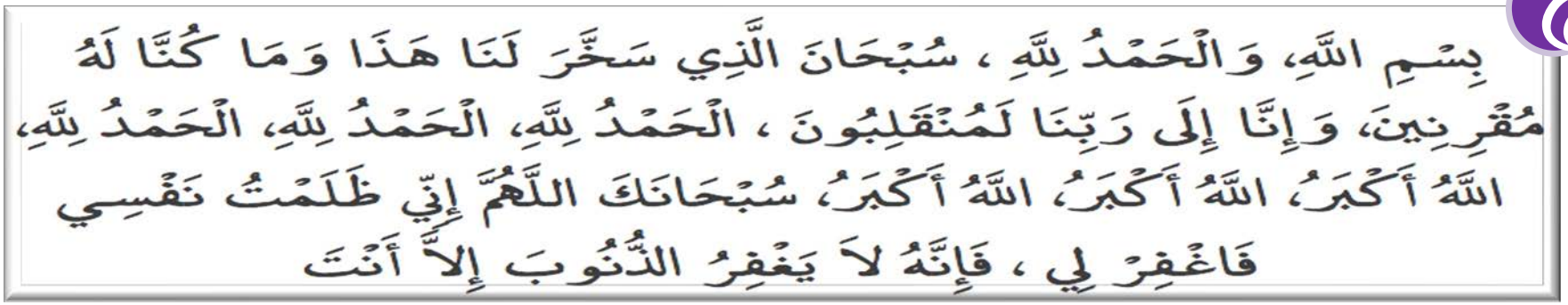

বিস্‌মিল্লা-হি, ওয়াল'হাম্‌দু লিল্লা-হি,

সুব'হানাল্লাযী সাখ্‌খরা লানা হাযা, ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বলিবূন।

আল'হামদুলিল্লা-হ্‌ (তিন বার), আল্ল-হু আকবার (তিন বার) পড়ে,

সুব'হা-নাকাল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগফির লী; ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্যুনূবা ইল্লা আনতা।

আল্ল-হ্‌র নামে; আর সকল প্রশংসা আল্ল-হ্‌র জন্য। পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এ বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে সামর্থ্য ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তনকারী। সকল প্রশংসা আল্ল-হ্‌র (৩বার), আল্ল-হ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ (৩বার), হে আল্ল-হ্‌! আপনি পবিত্র ও মহান; আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা, আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।

(সূরা আল যুখরুফ ৪৩ঃ ১৩-১৪, আবূ দাউদঃ ২৬০২, তিরমিজীঃ ৩৪৪৬)

সফরে কল্যাণ, তাকওয়া ও নিরাপত্তার জন্য দু'আ

৬

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّعْثَآءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْحُوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

✓ (হে আল্ল-হ্! আমরা আমাদের এ সফরে আপনার কল্যাণ ও তাকওয়া কামনা করছি, আর আপনার সন্তুষ্টিমূলক আমল প্রার্থনা করছি।

✓ হে আল্ল-হ্! আমাদের সফর সহজ করে দিন, আমাদের থেকে এর দূরত্ব খাটো করে দিন।

✓ সফরে আপনি আমাদের সাথী এবং আমাদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষনকারী।

✓ হে আল্ল-হ্! আমরা আপনার কাছে সফরের ক্লান্তি, বিকৃত দৃশ্য এবং আমাদের সম্পদ, পরিবার ও সন্তানদের কাছে ফিরে আসার ক্ষেত্রে অমঙ্গলজনক কিছু দেখা থেকে পানাহ চাচ্ছি)।

(মুসলিমঃ ১৩৪২, তিরমিজীঃ ৩৪৪৭, আবূ দাউদঃ ২৫৯৯, আহমাদঃ ৬৩৩৮, দারিমীঃ ২৬৭৩)

কল্যাণকর অবতরণের জন্য দু’আ

সমস্ত প্রশংসা আল্ল-হর জন্য।
হে আমার প্রতিপালক!
আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে
নিন যা হবে কল্যাণকর;
আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।
(সূরা মু’মিনুন ২৩ঃ ২৮-২৯)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَّبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ ﴿۲۹﴾

সফরে কোথায়ও অবতরণ করলে বা কোন স্থানে প্রবেশ করলে দু'আ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

খাওলা বিনতে হাকীম (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহা) হতে বর্ণিত। আমি রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে,

"যে ব্যক্তি (সফরের) কোন মঞ্জিলে নেমে এই দু'আ পড়বে, তাহলে সে মঞ্জিল থেকে অন্যত্র রওনা হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিস তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না"।

(মুসলিমঃ ২৭০৮, তিরমিযীঃ ৩৪৩৭, ইবনু মাজাহঃ ৩৫৪৭, আহমাদঃ ২৬৫৭৯, দারিমীঃ ২৬৮০)

আ'ঊযু বিকালিমা তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন্ শার্‌রি মা খলাক্ব।

আমি আল্ল-হ্‌র পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে আল্ল-হ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাঁর সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট হতে।

আবু হুরাইরা (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "জনৈক ব্যক্তি আল্ল-হ্‌র রসূল (ﷺ) এর কাছে এসে বলল, গতরাতে একটি বিচ্ছুর দংশনে আমি আক্রান্ত হয়েছি। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি যদি সন্ধ্যায় এই দু'আটি বলতে, তাহলে ওটা তোমার ক্ষতি করতে পারত না"।

(মুসলিমঃ ২৭০৯, ইবনু হিব্বানঃ ১০২০, সহীহ আত্-তারগীবঃ ৬৫২, সহীহ আল জামিঃ ১৩৭৮)

সৎ সঙ্গীর সাথে সফর করা এবং তা পাওয়ার জন্য দু'আ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

হে মু'মিনগণ! আল্ল-হ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।

(সূরা তাওবা ৯ঃ ১১৯)

اللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا

আল্ল-হুম্মা ইয়াসসির লী জালীসান স-লিহা।

হে আল্ল-হ্ আমার জন্য সৎ সঙ্গী (পাওয়াকে) সহজ করে দিন।

(সূনান নাসাঈঃ ৪৬৬)

আবূ মূসা আশআরী (রদিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, "সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল, কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাপরে ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায়। কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুঘ্রাণ লাভ করবে। আর হাপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে"।

(বুখারীঃ ২১০১, ৫৫৩৪, মুসলিমঃ ২৬২৮, ৬৫৮৬)

সফরে সলাত (মুসাফিরের নামাজ)

ই'য়ালা ইবনু উমাইয়্যাহ (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। আমি উমার ইবনু খাত্তাব (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) এর নিকট সূরা নিসার ১০১ নম্বর আয়াত উল্লেখপূর্বক নিবেদন করলাম, "যখন তোমরা পৃথিবী সফর করবে, তখন সলাত কসর করাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্থ করবে, নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু";

এখনতো লোকেরা নিরাপদ! তাহলে কসর সলাত আদায়ের প্রয়োজনটা কি?

উমার (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) বললেন, তুমি এব্যাপারে যেমন বিস্মিত হচ্ছো, আমিও বিস্ময় বোধ করেছিলাম! তাই রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। রসূল (ﷺ) বললেন, সলাতে কসর করাটা আল্ল-হ্‌র একটি সদাক্বহ বা দান, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর দান গ্রহন করো"।

(মুসলিমঃ ৬৮৬, আবূ দাউদঃ ১১৯৯, তিরমিজীঃ ৩০৩৪, ইবনু মাজাহঃ ১০৬৫)

সফরে দু'ওয়াক্তের সলাত একত্রে (জমা') আদায়

আবদুল্ল-হ ইবনু উমার (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, 'আমি আল্ল-হ্‌র রসূল (ﷺ)-কে দেখেছি সফরে ব্যস্ততার কারনে তিনি **মাগরিবের সলাত বিলম্বিত** করেছেন এবং

মাগরিব ও ইশার সলাত একত্রে আদায় করেছেন'।

(বুখারীঃ ১০৯১, ১০৯২, ১১০৬, ১১০৯, ১৮০৫, ৩০০০, মুসলিমঃ ১৫০৬, আবূ দাউদঃ ১২০৭)

আনাস ইবনু মালিক (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আল্ল-হ্‌র রসূল (ﷺ) সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে সফর আরম্ভ করলে **আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুহরের সলাত বিলম্বিত** করতেন। অতপর অবতরণ করে **দু'সলাত একসাথে আদায়** করতেন। আর যদি সফর আরম্ভ করার পূর্বেই সূর্য ঢলে পড়তো, তাহলে যুহরের সলাত আদায় করে নিতেন। অতপর সওয়ারীতে চড়তেন'।

(বুখারীঃ ১১০৭, ১১১১, ১১১২, মুসলিমঃ ৭০৪/১৫১০)

সফরে দু’ওয়াক্তের সলাত একত্রে (জমা’) আদায়-২

মু‘আয ইবনু জাবাল (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) তাবুকের যুদ্ধে ছিলেন।

(সাধারণত সফরকালে) যদি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর তিনি কোথাও রওয়ানা হতেন, তখন তিনি যুহর ও আসরের সলাত একত্রে আদায় করতেন এবং সূর্য ঢলার পূর্বে রওয়ানা হলে তিনি যুহরকে বিলম্বে আদায় করতেন আর আসরকে প্রথম ওয়াক্তে পড়ে নিতেন।

তিনি মাগরিবেও অনুরূপ করতেন। অর্থাৎ রওয়ানা হবার পূর্বে সূর্য ডুবে গেলে মাগরিব ও ‘ইশা একত্র আদায় করতেন। আর সূর্য ডুবার পূর্বে রওয়ানা হলে মাগরিবকে বিলম্ব করে ‘ইশার সাথে একত্রে আদায় করতেন।

(মুসলিমঃ ১৫১৬-১৫১৭/৭০৬, আবূ দাউদঃ ১২০৮, ১২২০, তিরমিজীঃ ৫৫৩)

সফরের দূরত্ব এবং সময়

এক দিন ও এক রাতের সফরকে নাবী (ﷺ) সফর বলে উলেখ করেছেন। ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহুমা) চার 'বুর্দ' দূরত্বে কসর করতেন এবং সওম পালন করতেন না।

[বুখারীঃ ৬৯৮/১০২৫ (ইসলামিক ফাউন্ডেশান)]

(৪ বুর্দ হলো ১৬ ফারসাখ; ১ ফারসাখ = ৩ মাইল, ১৬ ফারসাখ = ৪৮ মাইল অথবা ৭৭ কিলোমিটার প্রায়)

দূরত্বঃ একজন সফরকারী (মুসাফির) কতদূর পথ অতিক্রম করলে সলাত ক্বসর করতে হবে! সফরের দূরত্ব সম্পর্কে 'উলামাগণের মাঝে অনেক মত রয়েছে। ইবনুল মুনযির ও অন্যান্যদের বর্ণনায় এতে প্রায় ২০টি মত রয়েছে।

ঈমাম শাফি'ঈ, ঈমাম মালিক, ঈমাম আহমাদ ও ফিকহবিদগণ (রহঃ) বলেন, 'পূর্ণ একদিন সফরের দূরত্বের কমে সলাত ক্বসর করা যাবে না। তা হলো চার বুর্দ, অর্থাৎ ৪৮ মাইল বা ৭৭ কিলোমিটার'।

সময় (দিন)ঃ কতদিন অবস্থান করলে, সলাত ক্বসর করতে হবে! এ ব্যাপারেও অনেক মত রয়েছে।

ঈমাম শাফি'ঈ, ঈমাম মালিক, ঈমাম আহমাদ (রহঃ) প্রমুখের মত হলো, সফরে ৪ দিনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করলে সলাত পূর্ণ করতে হবে। ঈমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) অনুযায়ী সফরে ১৫ দিনের বেশী অবস্থান করলে, পূর্ণ সলাত আদায় করবে। ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইয়াহ্ (রহঃ) এর মত অনুযায়ী ১৯ দিনের অধিক অবস্থান করলে, পূর্ণ সলাত আদায় করতে হবে। (আল্ল-হ্ সবচেয়ে ভাল জানেন)

হাদীস

সফরের দূরত্ব ও সময়

ইবনু আব্বাস (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নাবী (ﷺ) একদা সফরে (মক্কা বিজয়কালে) ঊনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান কালে সলাত কসর করেন। সেহেতু আমরাও ঊনিশ দিনের সফরে থাকলে সলাত কসর করি ও এর চেয়ে অধিক হলে পূর্ণ সলাত আদায় করি'।

(বুখারীঃ ১০৮০, ৪২৯৮, ৪২৯৯
আবূ দাউদঃ ১২৩০, তিরমিজীঃ ৫৪৯,
ইবনু মাজাহঃ ১০৭৫)

আনাস ইবনু মালিক (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমি আল্ল-হ্‌র রসূল (ﷺ) এর সঙ্গে মদীনায় যুহরের সলাত চার রাক'আত আদায় করেছি এবং যুল-হুলাইফায় 'আসরের সলাত দু' রাক'আত আদায় করেছি।

(বুখারীঃ ১০৮৯, ১৫৪৬-৪৮, ১৫৫১, ১৭১৪-১৫, ২৯৫১, মুসলিমঃ ১৪৬৬-৬৭,
আবূ দাউদঃ ১২০২)

মহিলাদের জন্য মাহ্‌রাম ছাড়া সফর!

ইবনু উমার (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) বলেছেন,
'কোন মহিলা যেন মাহ্‌রাম ব্যতীত তিন দিনের সফর না করে'।
(বুখারীঃ ১০৮৭, মুসলিমঃ ১৩৩৮-৪০, ৩১৪৯, তিরমিজীঃ ১১৬৯, ইবনু মাজাহঃ ২৮৯৮, আবূ দাউদঃ ১৭২৭)

আবু হুরাইরা (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) বলেছেন,
'যে মহিলা আল্ল-হ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে তার জন্য মাহ্‌রাম ব্যতীত একদিন ও এক রাত্রির দূরত্বের পথও সফর করা হালাল নয়'।
(বুখারীঃ ১০৮৮, মুসলিমঃ ১৩৩৯, ৩১৫৭-৫৯, তিরমিজীঃ ১১৭০, আবু দাউদঃ ১৭২৩, ইবনু মাজাহঃ ২৮৯৯)

ইবনু আব্বাস (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
আমি রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি,
"একজন পুরুষ একজন মহিলার সাথে কোন মাহ্‌রাম ছাড়া একাকী হতে পারবে না এবং কোন মহিলা মাহ্‌রাম ছাড়া সফর করতে পারবে না। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, হে আল্ল-হ্‌র রসূল (ﷺ), আমার স্ত্রী হাজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। আর আমি অমুক যুদ্ধে তালিকাভূক্ত হয়েছি। আল্ল-হ্‌র রসূল (ﷺ) বললেন, তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হাজ্জ পালন কর"।
(বুখারীঃ ১৮৬২, ৩০০৬, ৩০৬১, মুসলিমঃ ১৩৪১, ৩১৬৩, ইবনু মাজাহঃ ২৯০০, আহমাদঃ ১৯৩৫)

প্রিয় বোন - সফরের পূর্বে আপনার মাহ্‌রাম নির্বাচন করুন!

১. বাবা, দাদা, নানা।
২. শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও নানা শ্বশুর।
৩. সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।
৪. আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে।
৫. শরীয়ত অনুমোদিত স্বামী।
৬. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।
৭. আপন ভাইয়ের ছেলে (ভাতিজা)
৮. আপন বোনের ছেলে (ভাগিনা)
৯. আপন চাচা অর্থাৎ বাবার সহোদর।
১০. আপন মামা তথা মায়ের সহোদর।
১১. আপন মেয়ের জামাই
১২. দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের জামাই
১৩. দুধ সম্পর্কীয় ছেলে
১৪. দুধ সম্পর্কীয় বাবা।
১৫. দুধ সম্পর্কীয় ভাই।

মাহ্‌রামঃ

যে সকল পুরুষের সামনে নারীর দেখা দেওয়া, কথা বলা জায়েজ্ এবং যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণ হারাম তাদের কে শরীয়তের পরিভাষায় মাহ্‌রাম বলে।

গায়েরে মাহ্‌রাম কি?

যে সকল পুরুষের সামনে যাওয়া নারীর জন্য শরীয়তে জায়েজ্ নাই এবং যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন বৈধ তাদের কে গায়েরে মাহ্‌রাম বলে।

গায়েরে মাহ্‌রাম কারা?

মাহ্‌রাম বাদে মহাবিশ্বে যত পুরুষ আছে সব গায়েরে মাহ্‌রাম।

সফরের বিবিধ (সুন্নাহ্)

আমীর নিযুক্ত করা

আবূ সাঈদ খুদরী (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত।

আল্ল-হ্‌র রসূল (ﷺ) বলেন, "যখন একসাথে তিনজন সফরে বের হবে, তখন একজনকে আমীর নিযুক্ত করবে"।

(আবূ দাউদঃ ২৬০৮)

তাকবীর ও তাসবীহ

জাবির ইবনু আবদুল্ল-হ্ (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম তখন 'আল্ল-হু আকবার' বলতাম এবং নীচুতে অবতরণ করতাম, তখন 'সুবহানাল্ল-হ্' বলতাম।

(বুখারীঃ ২৯৯৩, ২৯৯৪, আবূ দাউদঃ ২৫৯৯)

একাকী সফর

আবদুল্ল-হ্ ইবনু উমার (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত।

রসূল (ﷺ) বলেন, "একাকী সফরে কি (অসুবিধা) রয়েছে আমি যা জানি, মানুষ তা যদি জানত, তবে কেহই রাতে একা সফর করত না"।

(বুখারীঃ ২৯৯৮, তিরমিজীঃ ১৬৭৩, ইবনু মাজাহঃ ৩৭৬৮, আহমাদঃ ৫৫৫৬)

সফরের বিবিধ-২ (সুন্নাহ্)

দু'আ

আবূ হুরাইরাহ্ (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত।
রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) বলেছেন, "তিনজনের দু'আ নিঃসন্দেহে গৃহীত হয়ঃ
১) নির্যাতিত ব্যক্তির দু'আ, ২) মুসাফিরের দু'আ এবং ৩) পিতা-মাতার দু'আ"।
(আবূ দাউদঃ ১৫৩৬, তিরমিজীঃ ১৯০৫, ৩৪৪৮, ইবনু মাজাহ্ঃ ৩৮৬২)

শীঘ্র প্রত্যাবর্তন

আবূ হুরাইরা (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) বলেন, "সফর আযাবের অংশ বিশেষ। সফর তোমাদেরকে পানাহার ও নিদ্রা থেকে বিরত রাখে। সুতরাং যখন তোমাদের কারোর সফরের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে, সে যেন শীঘ্র তার পরিবারের কাছে ফিরে আসে"।
(বুখারীঃ ১৮০৪, ৩০০১, ৫৪২৯, মুসলিমঃ ১৯২৭, ৪৮৫৫, ইবনু মাজাহ্ঃ ২৮৮২)

বাড়ী প্রবেশ

আনাস (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
'রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) সফর শেষে রাত্রিকালে স্বীয় বাড়ী ফিরতেন না।
তিনি সকালে কিংবা বিকালে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন'।
(বুখারীঃ ১৮০০, মুসলিমঃ ১৯২৮, ৪৮৫৬)

বিপদ-মুসিবতে (সঙ্কটকালীন) - দু'আ

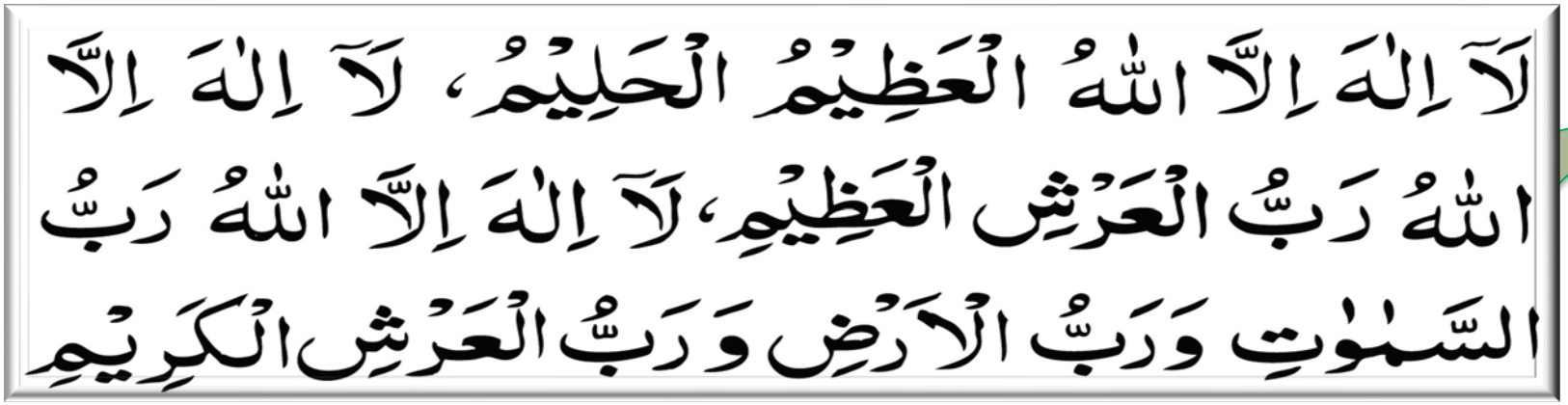

'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল 'আযীমুল 'হালিম;

লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রব্বুল 'আরশিল 'আযীম;

লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রব্বুস সামা-ওয়া-তি ওয়া রব্বুল আরদ্বি, ওয়া রব্বুল 'আরশীল কারীম'।

(অর্থঃ মহান ধৈর্যশীল আল্ল-হ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই;

মহান আরশের অধিপতি আল্ল-হ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই;

নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও মহান আরশের প্রতিপালক আল্ল-হ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই)।

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) বিপদের সময় উক্ত দু'আ পড়তেন।

[বুখারীঃ ৬৩৪৫, ৬৩৪৬ (তাওহীদ), ৫৭৯৩ (ইফা), ৬৯০০ (আধুনিক), মুসলিমঃ ২৭৩০, আহমাদঃ ২০৯২, ৩৩৫৪]

সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে দু'আ

« لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ »

آئِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

✓ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী
এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।

✓ আল্ল-হ্ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন (সত্যকে বাস্তবায়ন করেছেন),
এবং তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন;
তিনি একাই পরাভূত করেছেন শত্রু দলসমূহকে।

(বুখারীঃ ১৭৯৭, ২৯৯৫, ৩০৮৪, ৩০৮৬, ৪১১৬, ৬৩৮৫, মুসলিমঃ ১৩৪৪, ২৯৮০, আবূ দাউদঃ ২৭৭০)

সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মাসজিদে দু'রাক'আত সলাত আদায় করা

জাবির ইবনু আবদুল্ল-হ্ (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, "এক যুদ্ধে আমি নাবী (ﷺ) এর সঙ্গে ছিলাম। আমার উটটি অত্যন্ত ধীরে চলছিল। এমতাবস্থায় নাবী (ﷺ) আমার কাছে এলেন এবং বললেন, জাবির? আমি বললাম, জী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কি? আমি বললাম আমার উট আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ধীরে চলছে এবং অক্ষম হয়ে পড়ছে।

আমি পরের দিন মাসজিদে নববীতে গিয়ে তাঁকে (ﷺ) দরজার সামনে পেলাম। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন এখন এলে? আমি বললাম হ্যাঁ।

নাবী (ﷺ) বললেন, তোমার উটটি রাখ এবং মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত সলাত আদায় কর। আমি মাসজিদে প্রবেশ করে সলাত আদায় করলাম।"

(বুখারীঃ ২০৯৭, মুসলিমঃ ১৫৪৩/৭১৫)

রসূলুল্ল-হ (ﷺ) মু'মিনদের সর্বোত্তম আদর্শ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ
كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে

আল্ল-হ্‌র রসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ;

তাদের জন্য, যারা

আল্ল-হ্‌ ও আখিরাতকে আশা (বিশ্বাস) করে

এবং

আল্ল-হ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করে।

(সূরা আহযাব ৩৩ঃ ২১)

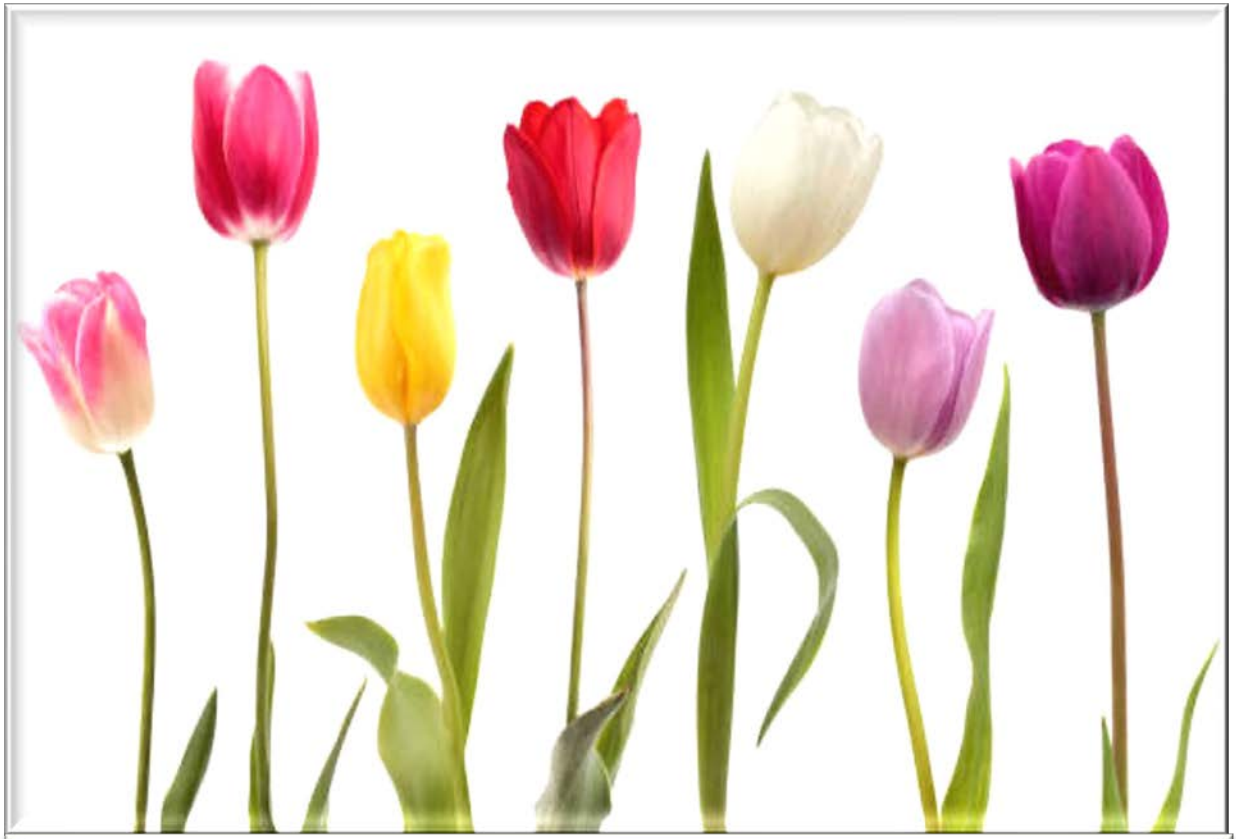

অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল সম্পূর্ণ আমার অযোগ্যতা, অক্ষমতা এবং অদক্ষতা; আল্ল-হ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে ক্ষমা করুন।

মুসলিম ভাই-বোনেরা এই প্রচেষ্টা হতে উপকৃত হলে, আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য এবং কুরআন ক্লাশ ৭৩ এর সকল সহপাঠী ও আমাদের সবার বাবা-মা'র জন্য দু'আ করবেন।

হে আল্ল-হ্! যতদিন আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন, ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন ও পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার তৌফিক দিন এবং যখন মৃত্যু দিবেন তখন ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন।